২১) প্রাচিন ভারতের বৈষ্ণব ধর্মের উদ্ভব ও বিকাশ সম্পর্কে আলোচনা করো।

⇒ প্রাচিনকালে গুপ্তযুগে এবং এর কিছু পরবর্তীতে ভারতবর্ষে বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের প্রভাব কমতে থাকে, এই বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের অবক্ষয় ভারতের ধর্ম ও সংস্কৃতির ইতিহাসে এক নতুন যুগের সূচনা করে যেটি হল হিন্দুধর্মের বা বৈষ্ণব ধর্মের পুনঃরুত্থানবাদ। এই ধর্মীয় পরিবর্তন গুপ্ত পূর্ববর্তী যুগ থেকে শুরু হয়েছিল। এই সময় ব্রাহ্মণ্য ধর্ম তার রক্ষণশীল মনোভাব থেকে মুক্ত হয়ে স্থানীয় উপজাতি ও আদিবাসীদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। গুপ্তরাজগণ প্রথমদিকে শিবের ও পরবর্তীতে বৈষ্ণব ধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা করেন। কালক্রমে বৌদ্ধধর্ম স্থানান্তরিত হয়ে ভারতের উত্তর-পশ্চিম ও কাশ্মীর অঞ্চলে বৈষ্ণব ও শৈব ধর্ম প্রবল বৃদ্ধি পায়।

হিন্দুধর্মের অন্যতম মতবাদ বৈষ্ণব ধর্মের উদ্ভব ঘটে মৌর্যযুগে। বৈষ্ণব ধর্মের প্রধান আরাধ্য দেবতা বিষ্ণু। বৈষ্ণব ধর্মের মূল প্রেরণা হল ভক্তিবাদ। বৈষ্ণব ধর্মের জনপ্রিয়তার ~~ছিল~~ কারণ ছিল অন্য ধর্মকে আত্মস্থ করা। এটি হয়েছিল দু-ভাবে। বৈষ্ণব ধর্মের অন্তর্গত বূহ্যবাদ ও অবতারবাদ। বূহ্যবাদের সর্বশক্তিমান নারায়ন। বিষ্ণু অবতারের আত্মপ্রকাশ চারটি ভিন্ন মূর্তিতে বিভক্ত করে থাকে এদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন বাসুদেব ও সংকর্ষন। কৃষক সম্প্রদায়ের দেবতা সংকর্ষন এই প্রক্রিয়ার বৈষ্ণব ধর্মের সাথে যুক্ত হয়।

অবতারবাদ তত্ত্বটি বৈষ্ণব ধর্মের সমন্বয় প্রবণতাকে আরও প্রসারিত করে। অবতার শব্দটি সুনির্দিষ্ট অর্থ মানুষের রক্ষার্থে কল্প দেবতার মর্ত্যভূমিতে জন্মগ্রহণ। বৈষ্ণব ধর্মে বিষ্ণুর চার অবতারের কথা উল্লেখ করা আছে। এরা হল বরাহ, মৎস, কুর্ম ও রামচন্দ্র। পরবর্তীতে অবতারের সংখ্যা বেড়ে হয় ~~২৩~~ ২৩, বহুবিধ ধর্মকে বৈষ্ণব ধর্মের মধ্যে অঙ্গীভূত করার মধ্য দিয়ে বহুবিধ মতবাদের ধর্মকে গ্রহণ করা হয়। বৈষ্ণবধর্মে সর্বোৎকৃষ্ট ব্যাখ্যা পাওয়া যায়।

বৈষ্ণব ধর্মের আদি ইতিহাস জানতে গেলে আমাদের নির্ভর করতে হয় সাহিত্য, শিলা ও তাম্রলিপি থেকে প্রাপ্ত তথ্য-সমূহ থেকে। পাণিনির অষ্টাধ্যায়ী গ্রন্থ থেকে বাসুদেব উপাসনার উল্লেখ পাওয়া যায়। গ্রিক পর্যটক মেগাস্থিনিসের হেরাক্লিস থেকে পূজার বিবরণ পাওয়া যায়। এই হেরাক্লিস সম্ভবত বাসুদেব কৃষ্ণ। সুতরাং, বলা যেতে পারে খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতক থেকে ভারতবর্ষে বাসুদেব পূজা শুরু হয়েছিল। সমকালীন একই সময়ে দক্ষিণ ভারতে অনুরূপ বিষ্ণু পূজার বিবরণ পাওয়া যায়।

তবে বৈষ্ণব ধর্ম বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল গুপ্তযুগে এবং এইসময় বৈষ্ণব ধর্মের তত্ত্বগত কিছু পরিবর্তন আবির্ভূত হয়েছিল। অবতারবাদ বৃদ্ধি পেয়েছিল। বিষ্ণুর নানা অবতার নানা রূপে পূজিত হত। তবে বৈষ্ণবধর্মের জনপ্রিয়তার মূল কারণ ছিল গুপ্ত রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতা। গুপ্তরাজাদের অনেকেই ছিলেন বৈষ্ণব ধর্মের অনুরাগী। সমুদ্রগুপ্ত নিজেকে বিষ্ণুর অবতার বলে দাবি করেন। গুপ্ত সম্রাট দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত পরমভাগবত উপাধি নিয়েছিলেন।

গুপ্তযুগের বিভিন্ন লেখ থেকে বিষ্ণুর নানা কাল্পনিক বিবরণ পাওয়া যায়। শিল্প ও নিদর্শনের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। এই সময় বৈষ্ণব ধর্ম উত্তর ভারতের সীমানা ছাড়িয়ে উত্তর-পূর্বে নেপাল, বঙ্গদেশ, পশ্চিমে কাথিয়াবাড় এবং দক্ষিণে কৃষ্ণা নদীর অববাহিকায় বিস্তৃত হয়েছিল, তবে একথা ঠিক যে এই সময় বৈষ্ণব ধর্ম নিরঙ্কুশ ছিল না। বৈষ্ণব ধর্মের পাশাপাশি অন্যান্য ধর্মীয় সম্প্রদায়েরও অস্তিত্ব ছিল। তবে দুটি ধর্মের মধ্যে পারস্পরিক ব্যবধান ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছিল।